আমাদের সময়

তারিখ 10 8 JAN 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ

গৌরব, অহঙ্কার আর অনুপ্রেরণার

হাসান-উজ-জামান

কলেজজীবনে আমি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় হওয়ার কারণে কলেজজীবনে পৌরবিজ্ঞানের ক্লাসে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশ্ন করাটা আমার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সম্মান পড়ার ইচ্ছাটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ভর্তির আগেই মনে-প্রাণে লালন করা সত্ত্বেও আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমাকে ইতিহাস পড়ানো। তিনি ইংরেজ আমলে ঢাবির ইংরেজি বিভাগের ছাত্র (১৯৪৩-এর অনার্স) হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বলতেন, তার সময়ের ভালো ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস পড়ত, ইতিহাসের শিক্ষার্থীর ভালো ইংরেজি জানত। ফলে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বাবার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমাকে পাঠ্যবিষয় হিসেবে ইতিহাস বিভাগ বেছে নিতে হয়। ফলে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে মনোনিবেশের পর এর প্রাক্তন শিক্ষার্থী, দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বদের নাম জেনে ক্রমেই গর্বিত হতে শুরু করলাম।

জেনে গর্বিত হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতা, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় দায়িত্বশীল এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা, ভারতবর্ষের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য ড. আর সি মজুমদারের ইংরেজবিরোধী স্বদেশিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের কথা– যিনি নেতাজি সুভাষ বোস ঢাকায় এলে তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং বৈঠক, আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করতেন। ... ইংরেজ আমলের পুলিশের আইজি এ জে লোম্যান হত্যার অভিযোগে স্বদেশি হিসেবে খ্যাত ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র হরিষ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে ভারতের প্রেসিডেন্সি কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে স্নাতকের পাশাপাশি স্নাতকোত্তরেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তার দেশপ্রেম ও অপরিসীম মেধার জন্য ইতিহাসের ছাত্র হওয়ায় আমার গর্ব ও অহঙ্কার বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছিল। এই বিভাগের শিক্ষার্থী আনোয়ারা খাতুন তদানীন্তন রক্ষণশীল সমাজের নারী হওয়া সত্ত্বে ও ইংরেজ শাসনামল থেকে শুরু করে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির আগমুহূর্ত পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন। ভাষা আন্দোলনেও তার ভূমিকা স্মরণীয়। এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষ বিভক্তির পর পাকিস্তানি পাঞ্জাবি স্বৈরাচারী এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ভূমিকা ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়েছিল, যা বাস্তবজীবনে জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা।

ইংরেজ শাসন অবসানের পর সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সোচ্চার প্রতিবাদ আন্দোলন বা সংগ্রাম একইভাবে আমাকেও প্রতিবাদী হওয়ার দীক্ষা দিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের উদ্দেশে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম বড় লাট মোহম্মদ আলি জিন্নাহর অনৈতিক বক্তব্যের (উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা) ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য অনুসারী শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষাবিদ্বেষী উদ্যোগ ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বায়ান্নর মাতৃভাষা আন্দোলনে জাতির একাগ্রতা, ভাষার প্রতি মমত্ববোধ এবং এ আন্দোলনে ইতিহাসের কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতি ও দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান, গাজীউল হক (পরবর্তীকালে ভাষাসৈনিক হিসেবে খ্যাত), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বিপ্লবী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, ভাষাসৈনিক হিসেবে খ্যাত), অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান প্রমুখের নির্ভিক ভূমিকা আমাকে সাহসী হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তাদের পাঠ্যবিষয়ের ছাত্র হিসেবে (ইতিহাসে বিভাগের) এবং তাদের অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করে। পাঞ্জাবি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু ঘোষিত মুক্তি সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদী স্বাতন্ত্রবোধকে ব্যাপক উজ্জীবিত করে। এ উজ্জীবনীশক্তি আমাকেও আলোড়িত ও প্রত্যয়ী করে তোলে ইতিহাসের শিক্ষার্থী হিসেবে স্বৈরাচারী আইয়ুববিরোধী ('৬৯-এ) গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থানে ঢাবির ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামানের আত্মত্যাগ ঘটনার কারণে। তার উত্তরসূরি, শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের দেশ ও জাতির স্বার্থে আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দীর্ঘ ২৩ বছরের ধারাবাহিক স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ঘটনাবলি অবহিতকরণে ইতিহাস আমাদের জ্ঞান আহরণ করিয়েছে, ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল সফল পরিসমাপ্তির ইতিহাস ২৩ বছরের স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ফসল।

ইতিহাস বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রাম চলাকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের ঘটনা (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে) এই বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অহঙ্কার ও গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ বাংলা ও বাঙালির মহান মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস জাতি অনন্তকাল, শতাব্দীর পর শতাব্দী গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করবে আত্মদানকারী শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা।

পাকিস্তানের তাঁবেদার তথা পাঞ্জাবিদের এ দেশীয় দালাল বা পোষ্যরা জাতিকে মেধাহীন করতে বাঙালি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চিহ্নিত করে পরিকল্পনামাফিক হত্যাযজ্ঞ চালাতে ভুল করেনি। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ১৪ ডিসেম্বর অনেকের সঙ্গে ঘাতক আলবদর বাহিনীর নির্মম বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন ঢাবির ইতিহাস বিভাগের তিন গুণী ও প্রিয় শিক্ষক ড. সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. আবুল খায়ের ও ড. গিয়াসউদ্দিন এবং ছাত্র পঙ্কজ কুমার বসু, অজিত রায় চৌধুরী ও জিল্লুর মোর্শেদ। অন্য কোনো বিভাগের এত শিক্ষক ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকদের মতো প্রাণ দেননি। এই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার জন্য জীবনদান, দেশাত্মবোধ আমাদেরও প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষার্থীদের জীবন উৎসর্গ ও গৌরবগাথা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাবির ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদানের পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির প্রয়োজন বা দুঃসময়ে এ ভূমিকা এবং অবদান থেমে থাকেনি। ইতিহাসের অধ্যাপক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক তার যোগ্যতায় বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। একদল বিপথগামী সেনা দুষ্কৃতকারীর হাতে বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর যোগ্যতার বলে ঢাবির ইতিহাসের সাবেক কৃতী শিক্ষার্থী আসাদুজ্জামান খান সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে তার দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ইতিহাসের সাবেক ছাত্র ও শিক্ষক হাবিবুর রহমান জাতির ক্রান্তিলগ্নে সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন (১৯৯৬) সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তার একাগ্রতা ও সাহসী উদ্যোগ একই বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমাদের জাতির প্রয়োজনে একাগ্র, সাহসী ও উদ্যমী হওয়ার শিক্ষা দেয়। জাতির কলঙ্ক মোচনে ষাটের দশকের ইতিহাসের অন্যতম মেধাবী ছাত্র বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদানের জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই বিভাগের ছাত্র ও মাতৃভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ত্যাগী রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান তার যোগ্যতায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বৈ নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কারাগারে থাকাকালীন জাতির চরম দুঃসময়ে সফলতার সঙ্গে দলীয় নেতৃত্ব পরিচালনার কারণে তার দল ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার পর তার সুযোগ্য নেতৃত্বের গুণে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং অবদানের জন্য ঢাবির ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমরা গৌরব ও অহঙ্কারবোধ করি। উল্লেখিত সবাই তাদের অপরিসীম অবদানের নিরিখে ঢাবির ইতিহাস বিভাগের সীমানা পেরিয়ে দেশ ও জাতির সুযোগ্য সন্তান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, এ বিভাগের মেধাবী প্রাক্তন ছাত্র ড. আকবর আলি খান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছিলেন, 'ইতিহাস আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি (পিএইচডি) লাভ করতে।' এই বিভাগের একেকজন কৃতী ও মেধাবী শিক্ষার্থী ইংরেজ শাসিত অবিভক্ত বাংলার পাঞ্জা স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী শাসিত পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহা ঘটনাবলির একেকজন দিকপাল। ইতিহ শিক্ষার্থীদের কেউ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদবিরে আন্দোলন, কেউ মাতৃভাষা তথা সংস্কৃতি বা কৃ সমুন্নত রাখার আন্দোলন, কেউ গণবিরোধী শিক্ষ প্রতিরোধের আন্দোলন, কেউ বা স্বৈরাচারবিরো গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি স্বাধীন ও সার্বভৌ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক আন্দোলনে অনন্য অবদান রেখেছেন। তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের হৃত চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এরশাদের স্বৈরশাসনবিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ইতিহাসের শিক্ষার্থী শহীদ দেলোয়ার হোসেনের আত্মত্যাগও অবস্মিরণীয় ভূমিকা বাঙালি জাতির আপসহীন সংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়া আমাদের জন্য অহঙ্কার, গৌরব ও অনুপ্রেরণার।

ইতিহাস বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রাম চলাকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের ঘটনা (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে) এই বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অহঙ্কার ও গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ বাংলা ও বাঙালির মহান মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস জাতি অনন্তকাল, শতাব্দীর পর শতাব্দী গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে

লেখক : মহাসচিব, হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ ও যুগ্ম মহাসচিব, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ